শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা

প্রত্যেক শিশুকে সহায়তা প্রদান

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের "গবেষণা ও রিভিউ কমিটি" দ্বারা প্রস্তুত এবং সম্পাদনা করা হয়েছে।

লিড গবেষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক	: শবনম মোস্তারী, প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
গবেষণা সহায়ক	: সুলগ্না রায় চৌধুরী, ডে-কেয়ার অফিসার আমেনা বেগম, ডে-কেয়ার অফিসার হাফসা আক্তার, ডে-কেয়ার অফিসার মোছাঃ আঞ্জুমান আরা লিপি, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা স্বরলিপি দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষিকা
খসড়া সম্পাদক	: ফারহানা আক্তার, গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা শাখা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সৈয়দা নাসরীনা পারভীন, সহকারী পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
ভাষাগত পর্যালোচনা	: মনোয়ারা ইশরাত, পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
রিভিউয়ার	: ফরিদা পারভীন, মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ্রাফিক্স ডিজাইন ও লেআউট	: শবনম মোস্তারী, প্রকল্প পরিচালক, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

যারা এই তথ্য সহায়িকা রিভিশনের কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে চূড়ান্ত খসড়া তৈরিতে অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
আইসিভিজিডি প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ডাঃ এম এম জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ড. শেখ মুসলিমা মুন
অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ডাঃ কামরুন নাহার
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

মোহাম্মদ আশরাফুল আলম
উপসচিব (পরিকল্পনা-২), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দোলন চাঁপা
যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

তাহসিনা বেগম
উপ-পরিচালক (উপসচিব), জাতীয় মহিলা সংস্থা

আফসানা রহমান
যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্
উপসচিব (উন্নয়ন-১), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আয়শা সিদ্দিকী
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মো: আফজাল হোসাইন
উপ-পরিচালক (প্রতিষ্ঠান-১), সমাজ সেবা অধিদপ্তর

মোসাঃ বেনুয়ারা খাতুন
উপ-পরিচালক (শিশু দিবাযত্ন শাখা), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জান্নাতুল ফেরদৌস
গবেষণা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মর্জিনা ইয়াসমিন
প্রোগ্রাম অফিসার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

গ্রাফিক্স ও ডিজিটাল প্রোডাকশন কালার মার্ক, ১০৬, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মজীবী পিতা-মাতার ০৪ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সী শিশুদের মানসম্মত দিবাকালীন যত্ন প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতোমধ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ প্রবর্তন করা হয়েছে যা একটি শক্তিশালী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। সময়ের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা" প্রণয়ন করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান আইন ও নীতির আলোকে একজন কর্মজীবী পিতা-মাতার যে ধরনের তথ্য প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করে তথ্য সহায়িকা'র একটি খসড়া নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি গবেষণা কমিটির মাধ্যমে তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে অভিজ্ঞ দুই জন রিভিউয়ার দ্বারা খসড়া তথ্য সহায়িকাটি রিভিউ করার পর কর্মশালার মাধ্যমে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয়। এই তথ্য সহায়িকাটির মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা পদ্ধতি, শিশু সেবাসমূহ, শিশুসেবা প্রদানের সময়, শিশু সেবামূল্য, শিশু ভর্তি, শিশুর অপেক্ষমান তালিকা তৈরী, শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রম, শিশুর তত্ত্বাবধান, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা, কেন্দ্রে নিষিদ্ধ কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয়েছে যাতে একজন কর্মজীবী পিতা-মাতা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে।

আশা করছি তথ্য সহায়িকাটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশু পরিচর্যা সম্পর্কে পিতা-মাতার উদ্বেগগুলি প্রশমন করবে, সেবার মান সম্পর্কিত স্বচ্ছতা বজায় রাখবে, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সাথে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কিত অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান কাজের কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে উঠবে।

পরিশেষে, "২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের সহযোগিতায় "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা" টি প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। যাঁরা গবেষণা করে তথ্য সহায়িকাটির বিভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন ও পর্যালোচনায় সহযোগিতা করেছেন এবং যাঁরা এটি প্রস্তুত ও প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

ফরিদা পারভীন
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালকের কথা

প্রিয় অভিভাবক,

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যেকোনো একটিতে আপনাকে স্বাগতম।

আপনার সন্তানের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নির্বাচন এবং যত্ন নেওয়ার জন্য একজন যত্নকারীকে বিশ্বাস করার গুরুত্ব আমরা সত্যিই অনুধাবন করি। তাই আপনার সন্তান যেমন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আপনার সাথে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা টিমের সম্পর্ক ততোটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক ও কেন্দ্রের কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক ভালো সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং উভয়ের মাঝে তথ্য আদান-প্রদান ও দায়িত্ব ভাগ করার মাধ্যমে আপনার সন্তানের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আপনার সন্তানকে একটি চমৎকার প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করা সম্ভব। তাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো ও সেবা সম্পর্কে নতুন ধারণা, পরামর্শ ও মত বিনিময় করতে কর্মদিবসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্র পরিদর্শন করুন। আশা করছি উভয়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক এবং শিশুর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদান শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে আপনার শিশুর সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জনে অবদান রাখবে। এজন্য ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিস্তারিত তথ্য আপনাদের জানানোর লক্ষ্যে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করছি তথ্য সহায়িকাটি শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, যত্ন, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সহায়ক সেবাসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম হবে। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রোগ্রামগুলিকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রমাণকের উপর ভিত্তি করে ৪টি বয়স গ্রুপের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রারম্ভিক শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা আপনার সন্তানকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ যত্ন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ দিতে কাজ করছে।

পরিশেষে জানাতে চাই, আপনার সন্তানকে একটি নিরাপদ, যত্নশীল এবং আরামদায়ক শিক্ষামূলক পরিবেশ দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট। আমরা প্রত্যাশা করছি আমাদের পরিচর্যা পদ্ধতি আপনার শিশুর জীবনের ভিত্তি মজবুত করতে সাহায্য করবে। এখানে শিশুরা নিরাপদ পরিবেশে নতুন জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠবে।

তথ্য সহায়িকাটি অনলাইনে প্রকাশিত হবে। প্রয়োজনে হার্ডকপিও সরবরাহ করা হবে।

শবনম মোস্তারী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

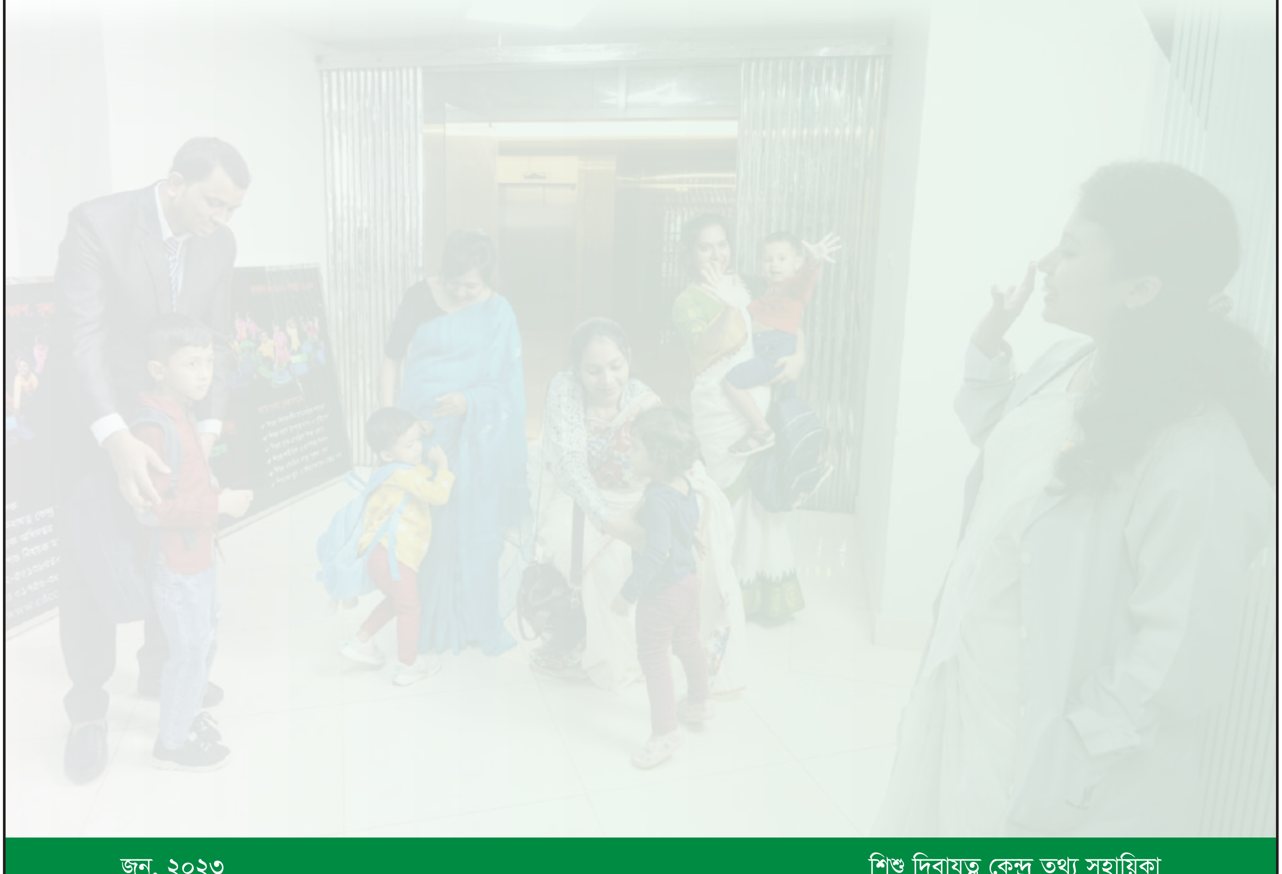

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

বিষয়বস্তু

১.	আমাদের লক্ষ্য	১
২.	আমাদের দর্শন	১
৩.	দৈনন্দিন কার্যক্রমের মূলনীতি	১
৪.	সেবার পরিধি	১
৫.	আমাদের সেবাসমূহ	১
৫.১	শিশুর যথাযথ পরিচর্যা	২
৫.২	শারীরিক বিকাশ	২
৫.৩	মানসিক বিকাশ	২
৫.৪	বয়স উপযোগী সুষম খাদ্য ও পুষ্টি	২
৫.৫	শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৩
৫.৬	প্রাক - প্রারম্ভিক শিক্ষা	৩
৬.	ব্যবস্থাপনা কমিটি	৪
৬.১	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা টিম	৪
৭.	শিশু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য	৫
৭.১	শিশু ও কর্মীর অনুপাত	৫
৭.২	শিশু তদারকি পদ্ধতি	৫
৭.৩	বয়সভিত্তিক শিশু তদারকির স্তর	৫
৮.	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহের ঠিকানা	৬
৯.	সেবাদানের দৈনন্দিন সময়সূচি	৭
১০.	যে সকল দিন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে	৭
১১.	শিশুর যত্ন ও বিকাশ	৭
১১.১	নির্ধারিত পোশাক	৭
১১.২	শিশুর খাবার	৭
১১.৩	ঔষধ প্রয়োগে করণীয়	৭
১১.৪	ব্যক্তিগত জিনিসপত্র	৭
১১.৫	অশোভন আচরণ	৮
১১.৬	অভিযোগ প্রদান প্রক্রিয়া	৮
১১.৭	সংকটকালীন সময়ে করণীয়	৮
১১.৮	সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত সতর্কতামূলক নির্দেশনা	৮
১১.৯	শিশুর যত্নে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সম্পৃক্ততা	৮
১১.১০	যোগাযোগ	৯
১১.১১	উৎসব ও জন্মদিন উদযাপন	৯
১২.	অভিভাবকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্য	৯
১২.১	শিশু ভর্তির নিয়মাবলী	৯
১২.২	অপেক্ষমাণ তালিকা	৯
১২.৩	শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি প্রদানের নিয়মাবলী	৯
১২.৪	নিবন্ধন ফি এবং বয়সভিত্তিক শিশু ভর্তি ও মাসিক ফি কাঠামো	১০
১২.৫	অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়	১০
১২.৬	শিশুর অসুস্থতার ক্ষেত্রে করণীয়	১০
১২.৭	শিশু ভর্তি বাতিল ও শিশুকে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর প্রক্রিয়া	১০
১২.৮	শিশু গ্রহণ ও প্রস্থানের নিয়মাবলী	১১
১২.৯	অভিভাবক সভা	১১
১৩.	অঙ্গীকারনামা	১১
১৪.	সংযোজন বা পরিবর্তন	১১
১৫.	শিশু স্থানান্তর ফরম	১২

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

১. আমাদের লক্ষ্য

একটি নিরাপদ ও যত্নশীল পরিবেশে যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে প্রাথমিক বছরগুলিতে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশের একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করা যা সকল শিশুর ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে উন্নীত করবে।

২. আমাদের দর্শন

- কর্মজীবী নারীর ০৪ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সী শিশুকে পারিবারিক পরিবেশে ও মাতৃস্নেহে যথাযথ পরিচর্যা করা।
- প্রতিটি শিশুকে সক্ষম, সক্রিয়, কৌতূহলী এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী হিসেবে দেখা।
- খেলার মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া যেন শিশুরা একটি আনন্দময় ও সুরক্ষিত পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিকাশের সকল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠে ।
- সকল শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ একই ধারাবাহিকতায় এবং নিয়মে ঘটলেও প্রতিটি শিশুর বৃদ্ধির হার ও বিকাশের মাত্রা ভিন্ন হওয়ায় শিশুর নিজস্ব বিকাশের ধরণকে গুরুত্ব দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী সৃজনশীল ও উদ্দীপনামূলক শিখন কার্যক্রম নির্ধারণ।

৩. দৈনন্দিন কার্যক্রমের মূলনীতি

- বয়স উপযোগী পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে দৈনিক ২:৩০ ঘন্টা শিক্ষা প্রদান করা ।
- বিভিন্ন বয়স গ্রুপের শিশুদের ক্যালরি চাহিদা অনুযায়ী সুষম খাদ্য পরিবেশন করা ।
- জরুরি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, টিকাদান মনিটরিং, মুখ ও মুখ গহ্বর, চোখ, কান ও ত্বকের যত্ন এবং কৃমি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পাদন করা ।
- নিয়মিত শরীরচর্চা, যোগ ব্যায়াম, একক ও দলীয় খেলায় সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বয়স উপযোগী উদ্দীপনামূলক কার্যক্রমে শিশুদের সম্পৃক্ত করা ।
- দক্ষ জনবল দ্বারা দৈনিক রুটিন অনুযায়ী কেন্দ্রে শিশুদের খাওয়া, গোসল, বিশ্রাম, খেলাধুলাসহ যাবতীয় কাজ করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যেমন- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, শিশু দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং বিভিন্ন দেশীয় উৎসব উদযাপন যেমন- বাংলা নববর্ষ, বসন্ত বরণ পালনের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং সামাজিকতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ।
- চিত্তবিনোদনমূলক কাজ যেমন- সংগীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, পার্ক ও জাদুঘর ভ্রমণের মাধ্যমে শিশুদের চারপাশের পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত করা ।

৪. সেবার পরিধি

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবাগুলি ৪টি বয়স গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে :

- প্রারম্ভিক-উদ্দীপনা পর্যায় (০৪ মাস থেকে ১২ মাস) ;
- প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১২ মাস থেকে ৩০ মাস) ;
- প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (৩০ মাস থেকে ৪৮ মাস) ;
- প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায় (০৪ বছর থেকে ০৬ বছর)।

৫. আমাদের সেবাসমূহ

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নিশ্চিতের জন্য নিম্নলিখিত সেবার ব্যবস্থা রয়েছে :

১. শিশুর যথাযথ পরিচর্যা
২. শারীরিক বিকাশ
৩. মানসিক বিকাশ
৪. বয়স উপযোগী সুষম খাদ্য ও পুষ্টি
৫. শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
৬. প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা।

৫.১ শিশুর যথাযথ পরিচর্যা

শিশু সুস্থ, স্বাভাবিক ও সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য দরকার শিশুর যথাযথ পরিচর্যা যার মাধ্যমে শিশু আনন্দময় শৈশব উপহার পাবে। প্রশিক্ষিত পরিচর্যা কর্মীরা শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করতে অঙ্গিকারবদ্ধ। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের সময়মত হাত ধোয়া, দাঁত ব্রাশ করা, সাপ্তাহিক নখ কাটা, শারীরিক ব্যায়াম, টয়লেট ট্রেনিং, খাওয়া এবং ঘুম পাড়ানোর মত পরিচর্যাগুলি মাতৃস্নেহে করা হয় যা শিশুর যথাযথ বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে।

৫.২ শারীরিক বিকাশ

শিশুর বয়সভিত্তিক চাহিদানুযায়ী পুষ্টি পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও বয়স উপযোগী খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক বিকাশের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি শিশুর বয়স অনুযায়ী ওজন, উচ্চতা ও দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নিয়মিত শিশুদের ওজন-উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি সাময়িক ব্যাহত হলে তা পিতা-মাতা বা অভিভাবককে অবগত করা হয় এবং তার কারণ জানতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৫.৩ মানসিক বিকাশ

প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শুধু শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিই নয়, মানসিক বিকাশের প্রতিও সর্বোচ্চ নজর দেওয়া হয়। নিউরো সায়েন্সের প্রমাণ রয়েছে যে একটি শিশুর ০৪ মাস বয়স থেকেই আবেগ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যাসগত সাড়া প্রদান ও ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ শুরু হয়। তাই শিশুর বয়স ক্রম অনুযায়ী মস্তিষ্কের বিকাশ অব্যাহত রাখতে দিবাযত্ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্যক্রমকে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়। বয়স উপযোগী সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম, বাস্তবধর্মী খেলাধুলা, বিভিন্ন জাতীয় উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা হয়।

এছাড়া কেন্দ্রে শিশুরা যেন খেলাধুলার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখাতে পারে এবং সমস্যা সমাধানের মত মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে সেজন্য প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে বয়স উপযোগী খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যা শিশুর চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এছাড়াও প্রশিক্ষিত যত্ন কর্মীদের সাথে শিশুর ভাবের আদান-প্রদান, নাচ, গান, ছড়া, গল্প, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করা হয় যেন শিশুরা নিজেকে প্রকাশ করতে শেখে।

৫.৪ বয়স উপযোগী সুষম খাদ্য ও পুষ্টি

পুষ্টিকর খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর পুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণ, দৈহিক বৃদ্ধি, মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে বয়স গ্রুপ ও দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কুক দ্বারা খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রেখে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশু খাদ্য রান্না ও পরিবেশন করা হয়। এই খাদ্য পরিকল্পনা শিশুর বিভিন্ন অপুষ্টি জনিত রোগ প্রতিরোধ করবে এবং শিশুর একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলবে। শিশুর দৈনিক খাদ্য পরিকল্পনায় শিশু খাবারগুলিকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- শস্য জাতীয় খাদ্য
- আমিষ জাতীয় খাদ্য
- দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার
- তাজা ফল ও শাক-সবজি।

প্রতিটি কেন্দ্রে উপরিউক্ত ৪টি গ্রুপের খাবার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে শিশু খাদ্য তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দিন	সকাল	দুপুর	বিকাল
রবিবার	দুধ ও পাউরুটির পোরিজ + সিদ্ধ ডিম	পোলাও + চিকেন কোরমা + মিক্সড ভেজিটেবল + লেবু	ফালুদা
সোমবার	নুডলস	ভাত + টমেটো দিয়ে রুই মাছের ঝোল + ডাল + শাক + লেবু	পুডিং + তাজা ফলের জুস
মঙ্গলবার	এগ স্ক্র্যাম্বল + দুধ সেমাই	সবজি খিচুড়ি + মুরগীর মাংস + সালাদ + লেবু	স্যুপ
বুধবার	স্যান্ডউইচ + দুধ	ভাত + রুই মাছের দো-পেঁয়াজা + লাউ ডাল + লেবু	দই + মুড়ি+কলা
বৃহস্পতিবার	পায়েশ + ডিমের অমলেট	সবজি পোলাও + চিকেন রেজালা + সালাদ + লেবু	কেক + তাজা ফলের জুস

৫.৫ শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রতিটি শিশুকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করা হয়। শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে দিবাযত্ন কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত সেবা গুলি প্রদান করা হয়ে থাকে :

- জরুরি স্বাস্থ্য সেবা
- মুখ ও দাঁতের যত্ন
- চোখ, কান ও ত্বকের যত্ন
- টিকা কার্ড সংরক্ষণ
- ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ এবং লিপিবদ্ধকরণ
- কৃমি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন।

৫.৬ প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা

দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের জন্য আমাদের দেশের শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ ও বিভিন্ন উন্নত দেশের প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে শিশুদের জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী আনন্দময় ও পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে যে পাঠ্যক্রম দ্বারা শিশুরা কি শিখবে এবং কতটা কার্যকরভাবে শিখবে তা নিশ্চিত করা যায়।

এই পাঠ্যক্রম তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সর্বোত্তম উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত দেশ গুলির প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উক্ত ৫টি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যক্রম শিশুর শৈশবকালীন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সর্বোত্তম সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের দৈনন্দিন কর্মসূচির তালিকা ক্লাসে দৃশ্যমান রাখা হয় এবং তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর দিনটি কেমন কাটবে বা কেটেছিল তা মা-বাবা বা অভিভাবকগণ জানতে পারবেন। কেন্দ্রে প্রতিদিনের কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এমনভাবে করা হয়েছে যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শিশুদের বয়স গ্রুপ অনুযায়ী বিকাশের জন্য উপযুক্ত। আমাদের পাঠ্যক্রমটি মূলত ৮টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

১। শিখন পদ্ধতি
২। সামাজিক এবং মানসিক বিকাশ
৩। স্বাস্থ্য এবং শারীরিক বিকাশ
৪। ভাষাজ্ঞান এবং যোগাযোগ
৫। সংখ্যার ধারণা
৬। সৃজনশীল চিত্রকলা
৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৮। সামাজিক শিক্ষা

প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা আপনার শিশুকে যেভাবে সাহায্য করবে :

- শিশুর ব্যক্তিত্ব ও শিখন দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে ;
- শিশুকে দায়িত্বশীল এবং সফল জীবন গড়ে তুলতে প্রস্তুত করবে ;
- নিজের ও অন্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিচয়ের প্রশংসা করতে এবং চারপাশের পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে ;
- দলীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করবে যা পরবর্তীতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

৬. ব্যবস্থাপনা কমিটি

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন প্রকল্প পরিচালকসহ মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সামগ্রিক কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কেন্দ্রগুলির প্রশাসনিক কাজ ও বাজেটের তদারকি ছাড়াও কেন্দ্রগুলিতে শিশুবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে যদি কিছু নির্মাণ, মেরামত বা নকশার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন হয় তবে ব্যবস্থাপনা কমিটি তার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

৬.১ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা টিম

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রগুলিতে মোট ১২ সদস্যের একটি দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টিম রয়েছে। কাজেই দিবাযত্ন কেন্দ্রে কোন শিশু কখনই একা থাকে না। একজন যত্নকারী সর্বদা শিশুর সাথে উপস্থিত থাকেন। নিম্নোক্ত ছকে দিবাযত্ন কেন্দ্রের সকল স্টাফদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	স্টাফদের পদবি	সংখ্যা	দায়িত্ব ও কর্তব্য
০১	ডে- কেয়ার অফিসার	০১ জন	কেন্দ্রের সকল প্রশাসনিক ও শিশু ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করা।
০২	শিক্ষিকা	০১ জন	প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন খেলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা।
০৩	স্বাস্থ্য শিক্ষিকা	০১ জন	সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তাসহ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা।
০৪	আয়া	০৪ জন	শিশুদের সার্বিক যত্ন করা।
০৫	কুক	০২ জন	বয়স উপযোগী খাদ্য রান্না ও পরিবেশন করা।
০৬	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১ জন	কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।
০৭	নিরাপত্তা প্রহরী	০২ জন	সার্বক্ষণিক দিবাযত্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রদান করা।

৭. শিশু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

৭.১ শিশু ও কর্মীর অনুপাত

বয়স গ্রুপ অনুযায়ী শিশুর অনুপাতের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি কেন্দ্রে কর্মীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত পরিবারের সময়সূচির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে শিশুরা কেন্দ্রে আসে এবং যায়। এ কারণে কেন্দ্রে সকাল ৮ টা- ৯ টা এবং বেলা ৪ টা থেকে সন্ধা ৬:৩০ টা পর্যন্ত কর্মীদের সংখ্যায় কিছুটা নমনীয়তা রাখা হয়।

বয়স গ্রুপ	বয়স পরিসীমা	শিশু ও কর্মীর অনুপাত	গ্রুপে সর্বাধিক সংখ্যক শিশু	কর্মীদের অনুপাত যা অবশ্যই যোগ্য কর্মী হতে হবে
প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়	০৪ মাস - ১২ মাস	৩:১ (প্রতি ৩ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	৬	২/২
প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	১২ মাস - ৩০ মাস	৪:১ (প্রতি ৪ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	১২	২/৩
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	৩০ মাস - ৪৮ মাস	৬:১ (প্রতি ৬ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	১৮	১/৩
প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায়	০৪ বছর - ০৬ বছর	১২:১ (প্রতি ১২ জন শিশুর জন্য ১ জন কর্মী)	২৪	১/২

আসন শূন্য (০) থাকা সাপেক্ষে যে কোন বয়স গ্রুপের শিশুকে ভর্তি করানো যাবে।

৭.২ শিশু তদারকি পদ্ধতি

প্রতিটি কেন্দ্রের শিশুদের খেলাধুলা, খাওয়া, ঘুম, পড়াশুনা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১২ জন জনবল দ্বারা সর্বদা তদারকি করা হয়। এছাড়াও “শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা” যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রতিটি কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।

৭.৩ বয়স ভিত্তিক শিশু তদারকির স্তর

শিশুর বয়স	বয়স অনুযায়ী তদারকি
০৪ মাস - ১২ মাস	▪ যত্নকারীরা সার্বক্ষণিক শিশুকে তত্ত্বাবধানে রাখে। এমনকি শিশুর ঘুমের সময়ও একজন যত্নকারী শিশুকে নজরদারীতে রাখে।
১২ মাস - ৩০ মাস	▪ তদারকি ছাড়া কোনো শিশুকে বাইরে খেলার অনুমতি দেওয়া হয় না। ▪ যত্নকারীরা সব সময় শিশুদের থেকে নিকট দূরত্বে অবস্থান করে। ▪ প্রতি ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) মিনিট পরপর শিশুদের পর্যবেক্ষণ করা হয়। ▪ শিশুরা যখন বিশ্রাম নেয় তখন একজন যত্নকারী তাদের পর্যবেক্ষণ করে।
২.৫ বছর- ৬ বছর	▪ শিশুদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে রেখে সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর তদারকি নিশ্চিত করা হয়। ▪ যত্নকারীদের তত্ত্বাবধানে দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। ▪ বিশ্রামের সময় সার্বক্ষণিক একজন যত্নকারী শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

৮. ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ঠিকানা :

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০১	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আশুলিয়া গার্মেন্টস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (২য় তলা) খেজুরবাগান, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১০
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ভূমি ভবন ৯৮, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০২	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গাজীপুর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১১
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ৮৩-৮৮, বীর উত্তম এ কে খন্দকার সড়ক, ডিএফও ভবন (৩য় তলা), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ । মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৩	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল ২৫০ শয্য বিশিষ্ট টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল কনসালটেন্ট কোয়ার্টার, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১২
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, মতিঝিল ১৪৮, মতিঝিল বা/এ বিসিআইসি ভবন-২ (৩য় তলা) মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৪	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ শিশু একাডেমী ভবন (৩য় তলা), শিশু ভবন, গোপালগঞ্জ। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৩
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, পানি ভবন পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৫	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নওগাঁ বুদবুদ ভিলা, হোল্ডিং নম্বর-২৪৩১, ওয়ার্ড নং-০৩, লেভেল-১ ,চকদেব মাস্টারপাড়া, মুক্তির মোড়, নওগাঁ সদর, নওগাঁ-৬৫০০। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৪
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, রায়ের বাজার ৩/৩৬ সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার (ষড়কুঞ্জ) মোহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৬	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা সাদাত ভিলা, বাড়ী নং-০৬৪২/০১ দক্ষিণ ধানঘড়া, গাইবান্ধা। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৫
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ধানমন্ডি রোড নং-০৮, বাড়ী নং-৩৯/এ ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা-১২০৯। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৭	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, রংপুর বাড়ী নং-১০৭, রোড নং-০৪, লেভেল-২, ওয়ার্ড নং-১৭, পাশারী পাড়া, রংপুর-৫৪০০। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৬
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ শহিদ এএসআই সিদ্দিকুর রহমান ভবন (৩য় তলা), মালিবাগ, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৮	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, কক্সবাজার এস.কে টাওয়ার, বি-ব্লক (৪র্থ তলা) তারাবানিয়ার ছড়া, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৭
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, সড়ক ভবন সড়ক ভবন, লেভেল-৫ ও ৬, ব্লক-সি তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮ মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫০৯	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নোয়াখালী হোল্ডিং নং-৩১৬, ওয়ার্ড-৪, উত্তর ফকিরপুর রশিদ কলোনি, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৮
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, সমবায় অধিদপ্তর সমবায় ভবন, এফ-১০, আগারগাঁও সিভিক সেক্টর শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫২০	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, চাঁদপুর তালুকদার বাড়ী, হোল্ডিং নং-০৫৬৮/০১, ওয়ার্ড-১২ বঙ্গবন্ধু সড়ক, চাঁদপুর। মোবাইলঃ ০১৮১০-০৯৭৫১৯

৯. সেবাদানের দৈনন্দিন সময়সূচি

রবিবার	৮.০০ থেকে ৬.৩০ ঘটিকা
সোমবার	৮.০০ থেকে ৬.৩০ ঘটিকা
মঙ্গলবার	৮.০০ থেকে ৬.৩০ ঘটিকা
বুধবার	৮.০০ থেকে ৬.৩০ ঘটিকা
বৃহস্পতিবার	৮.০০ থেকে ৬.৩০ ঘটিকা

১০. যে সকল দিন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে

- শুক্রবার ও শনিবার।
- সরকারি ছুটির দিন ও জাতীয় দিবস।
- জরুরি পরিস্থিতিতে যেমন- করোনার মত মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি।

১১. শিশুর যত্ন ও বিকাশ

১১.১ নির্ধারিত পোশাক

শিশুর পোশাক অবশ্যই আবহাওয়া উপযোগী এবং আরামদায়ক হতে হবে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে শীত ও গরম কালের জন্য কেন্দ্র থেকে প্রতিটি শিশুকে ২ (দুই) সেট পোশাক সরবরাহ করা হবে। যেহেতু শিশুরা দিনের বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে সক্রিয় থাকে তাই ১ (এক) সেট পোশাক শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই অভিভাবককে কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত পোশাকের অনুরূপ আরো ২ (দুই) বা ৩ (তিন) সেট পোশাক সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনে পোশাক অবশ্যই পরিষ্কার করে দিতে হবে। এমনকি নির্দিষ্ট ব্যাগে লেবেল করে পোশাক দিতে হবে।

১১.২ শিশুর খাবার

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের খাবার ও পানীয় নির্দিষ্ট জায়গায় বসে খাওয়ার অভ্যাস করানো হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ০৪ মাস থেকে ০১ বছর বয়সী শিশুদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক শিশুর জন্য খাবার যেমন-ফর্মুলা খাবার ও বুকের দুধ বা বিশেষ কোন খাদ্য ইত্যাদি দিতে আগ্রহী হলে সেই খাবার সরবরাহ করা যাবে। তবে শিশুদের সব ধরনের জাঙ্ক ফুড ও মুখরোচক খাবার (চকলেট, চিপস, চুইংগাম, ওয়েফার) দিবাযত্ন কেন্দ্রে দেওয়া যাবে না। দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর নিজ হাতে খাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর তাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যত্নকারীদের সহায়তায় শিশুকে নিজ হাতে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

১১.৩ ঔষধ প্রয়োগে করণীয়

শিশুর যদি দিবাকালীন কোন ধরনের ঔষধ গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকায় শিশুর অসুস্থতা নীতি ফরমটি পূরণ করে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। প্রেসক্রিপশন ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ কেন্দ্রে সেবনের অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে প্রেসক্রিপশনসহ শিশুর ঔষধ নির্দিষ্ট ব্যাগে অথবা একটি ফাইলে শিশুর নাম, তারিখ, ঔষধের নাম, ঔষধ গ্রহণের নির্দেশাবলী ও পরিমাণ স্পষ্ট করে উল্লেখ করে দিতে হবে।

১১.৪ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র

শিশুর ডায়াপার, র‌্যাশ ক্রিম, ওয়েট টিস্যু, মোজা এবং শিশু পোশাক নাম সম্বলিত ব্যাগে লেবেল করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত কোন খেলনা ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী কেন্দ্রে দেওয়া যাবে না।

১১.৫ অশোভন আচরণ

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর সাথে সকল ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ বা দুর্ব্যবহার, আপত্তিকর ভাষা পরিহার করা হয়। শিশুদের কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বা নির্যাতন কেন্দ্রে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এমন কোনো কথা বা আচরণ (নাম বিকৃত করা, ব্যঙ্গ করা) দিবাযত্ন কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

১১.৬ অভিযোগ প্রদান প্রক্রিয়া

দিবাযত্ন কেন্দ্রে অভিযোগ প্রদানের জন্য একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া রয়েছে যেন অতি সহজেই কোন অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন-

- কোন গুরুতর ঘটনার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, শিশু ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে অভিযোগ করতে পারবে।
- প্রতিটি ঘটনা স্বচ্ছতা ও পূর্ণ জবাবদিহিতার সাথে তদন্ত করা হবে। তবুও সমস্যার সমাধান না হলে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। দিবাযত্ন কেন্দ্রের নাম, মোবাইল নম্বর ও যোগাযোগের ঠিকানা কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টারে অন্তর্ভুক্ত করা আছে।
- অভিভাবকদের জন্য অভিযোগ বক্স থাকবে।

১১.৭ সংকটকালীন সময়ে করণীয়

কেন্দ্রে অবস্থানরত প্রতিটি শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এজন্য কেন্দ্রে কোন শিশু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোন ধরনের জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে জানানো হয়। এছাড়া যদি কর্তৃপক্ষ অনিবার্য কারণে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করে, সেক্ষেত্রে ডে-কেয়ার অফিসার ফোন বা ম্যাসেজ দিয়ে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে কেন্দ্রে হতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবগত করেন।

১১.৮ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত সতর্কতামূলক নির্দেশনা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে কর্মীরা সংক্রামক রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রমে "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ" নির্দেশিকা অনুসরণ করে :

- ডায়াপার পরিবর্তন এবং টয়লেট ট্রেনিং এর সময়ে ;
- খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনকালে ;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ;
- খেলনা ও সরঞ্জাম পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণের সময়ে ;
- খেলা ও ঘুমের আলাদা জায়গা রাখার বিষয়ে ;
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকালে ;
- ফার্স্ট এইড বক্স সংরক্ষণকালে।

দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের স্বার্থে আপনার শিশুকে ঘন ঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। অনুগ্রহ করে বাড়িতেও শিশুকে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ দিন। এতে শিশুর হাত ধোয়ার সুঅভ্যাস তৈরি হবে।

১১.৯ শিশুর যত্নে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সম্পৃক্ততা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মী এবং অভিভাবকদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার কারণ উভয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক একটি শিশুর সামগ্রীক সাফল্যে অবদান রাখতে পারে। এজন্য কর্মদিবসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবেন এবং কেন্দ্র পরিদর্শন করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো এবং শিশুসেবা সম্পর্কিত যে কোন পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। এছাড়া শিশুর জন্মদিন অথবা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনে অংশগ্রহনের মাধ্যমে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে শিশুর অভিভাবকগণ সম্পৃক্ত হতে পারবেন।

১১.১০ যোগাযোগ

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর প্রতিদিনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় প্রতিটি শিশুর পরিবারকে অবহিত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা হয়, প্রয়োজনে ই-মেইল প্রেরণ করা হয় এবং অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রের প্রবেশমুখে শিশুদের দৈনিক রুটিন দৃশ্যমান রাখা হয় যেন শিশুর অভিভাবকগণ শিশুর দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রে ভর্তিকৃত সকল শিশুর অভিভাবকের ই-মেইল আইডি ও ফোন নম্বর জরুরি যোগাযোগের জন্য নিয়মিত হালনাগাদ করে রাখা হয়।

১১.১১ উৎসব ও জন্মদিন উদযাপন

আমাদের দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় উৎসবের দিনগুলি এমনভাবে পালনের চেষ্টা করা হয় যাতে শিশুরা নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। যা পরবর্তীতে শিশুদের নিজস্ব জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবে। ধর্মীয় প্রার্থনা, বাংলা ও ইংরেজি ছড়া, নাচ, গান, গজল, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে বিশেষ দিন উদযাপন করা হয়। প্রতিটি শিশুর জন্মদিন উদযাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মীকে আগেই জানাতে পারেন। প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে যে কোন একদিন সেই মাসে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের জন্মদিন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে একত্রে পালন করা হয়। যদি জন্মদিনের উৎসব পালন করতে পারিবারিক বিধি-নিষেধ থাকে তবে তা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে অবশ্যই অবহিত করবেন।

১২. অভিভাবকের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্য

১২.১ শিশু ভর্তির নিয়মাবলী

শিশু ভর্তির আবেদনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পিতামাতা বা অভিভাবককে নিবন্ধন ফি প্রদানপূর্বক অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। অনলাইনে নিবন্ধন ফরম পূরণ এবং নিবন্ধন ফি প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের আসন সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে পাওয়া যাবে। শিশু ভর্তির জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। ভর্তির সময় ভর্তির আবেদন পত্রের সাথে বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ (শিশুর ছবি, জন্ম সনদ ও টিকাকার্ডের ফটোকপি, অভিভাবকের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও চাকরির প্রত্যয়নপত্র এবং বিকল্প অভিভাবকের ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি) ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। শিশুর টিকা দেওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে টিকাকার্ড সরবরাহ করতে হবে। আপনার শিশুকে আনা নেওয়ার জন্য আপনার অনুমোদিত ব্যক্তির তথ্য ও যোগাযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবগত আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র থেকে অবশ্যই অনুমোদন কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ফোন নম্বর অভিভাবকগণ নিজের মোবাইল ফোনে সংরক্ষণ করুন।

১২.২ অপেক্ষমাণ তালিকা

শিশুর বয়স এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ অনুসারে ভর্তিযোগ্য তালিকা হতে প্রথম ৬০ (ষাট) জন শিশুকে ভর্তির জন্য আহবান জানানো হয় এবং অবশিষ্টদের অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়। আসন শূন্য হলে আবেদনের ক্রম অনুযায়ী অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিশু ভর্তি করা হয়। আবেদনের তারিখের ভিত্তিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে একটি স্বচ্ছ অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অপেক্ষমাণ তালিকা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসা থাকলে কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। আবেদনকারীর কোন ব্যক্তিগত তথ্য (বাসার ঠিকানা, মোবাইল নম্বর) পরিবর্তিত হলে তা কেন্দ্রে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

১২.৩ শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক ফি প্রদানের নিয়মাবলী

যথাসময়ে মাসিক সেবামূল্য প্রদান করা আবশ্যক কেননা এর মাধ্যমেই শিশুর জন্য সর্বোত্তম সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে পরবর্তী মাসের সেবামূল্য অগ্রিম জমা দিতে হবে, অন্যথায় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর সেবা অব্যাহত রাখা যাবে না। ভর্তুকি প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে মাসিক সেবামূল্যের উপর ভর্তুকি বাদে অবশিষ্ট সেবামূল্য প্রদান করতে হবে এবং ৮৫% উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। শিশু ভর্তির সময় বয়স গ্রুপ অনুযায়ী এককালীন ভর্তি ফি জমা প্রদানপূর্বক শিশুকে ভর্তি করতে হবে। শিশু এক বয়স গ্রুপ থেকে অন্য বয়স গ্রুপে উন্নীত হলে পুনরায় ভর্তি ফি দিয়ে নতুন বয়স গ্রুপে ভর্তি হতে হবে। শিশু ভর্তির সময় মাসিক সেবামূল্য কাঠামো অনুযায়ী ভর্তি ফি এর সাথে ২ (দুই) মাসের (চলতি মাস ও এক মাসের অগ্রিম) মাসিক সেবামূল্য জমা দিতে হবে। একই মায়ের একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে সকলের জন্য পূর্ণ সেবামূল্য প্রদান করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক সেবামূল্য পরিবর্তন করতে পারবে।

১২.৪ নিবন্ধন ফি এবং বয়সভিত্তিক শিশু ভর্তি ও মাসিক ফি কাঠামো

শিশুর বয়স গ্রুপের উপর ভিত্তি করে মাসিক সেবামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিশু ভর্তি ফি ও মাসিক সেবামূল্য বয়স গ্রুপ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত হবে।

বয়স গ্রুপ	বয়সসীমা	এককালীন নিবন্ধন ফি	ভর্তি ফি	মাসিক ফি
প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায়	০৪ মাস - ১২ মাস	১০০/-	২০০/-	২০০০/-
প্রাক-প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	১২ মাস - ৩০ মাস	১০০/-	৩০০/-	১৫০০/-
প্রারম্ভিক শিখন পর্যায়	৩০ মাস - ৪৮ মাস	১০০/-	৪০০/-	১২০০/-
প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পর্যায়	০৪ বছর - ০৬ বছর	১০০/-	৫০০/-	১০০০/-

১২.৫ অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে করণীয়

কোনো কারণে শিশু কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে না পারলে অনুগ্রহ করে সেদিন সকাল ৯.০০ টার মধ্যে ফোন করে বা কোনো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে কেন্দ্রে জানাতে হবে। আপনার শিশুটি দূরে কোথাও ছুটিতে গেলে ডে-কেয়ার অফিসারকে অনুপস্থিতির তারিখসহ লিখিত পত্র দিয়ে জানাতে হবে। এতে করে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে। কেন্দ্রে আপনার শিশুর ভর্তি বহাল রাখতে অসুস্থতা বা অন্য কারনে শিশু অনুপস্থিত থাকলেও নিয়মিত মাসিক সেবামূল্য প্রদান করতে হবে।

১২.৬ শিশুর অসুস্থতার ক্ষেত্রে করণীয়

কোন শিশুর মধ্যে যে কোনো সংক্রামক রোগের লক্ষণ দেখা দিলে “শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা” অনুসরণপূর্বক অবিলম্বে অসুস্থ শিশুকে কেন্দ্র থেকে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর শিশুকে দিবাযত্ন কেন্দ্রে পাঠানো যাবে। যদি কোন শিশু কেন্দ্রে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অভিভাবককে অবহিত করা হবে এবং যতদ্রুত সম্ভব শিশুকে কেন্দ্র থেকে নিয়ে যেতে হবে।

১২.৭ শিশু ভর্তি বাতিল ও শিশুকে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর প্রক্রিয়া

❑ **শিশু ভর্তি বাতিল প্রক্রিয়া**

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র থেকে পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক শিশুকে ফিরিয়ে নিতে হলে ১৫-৩০ দিন পূর্বে উপযুক্ত কারণসহ পিতা-মাতা বা অভিভাবককে নির্ধারিত ফরমে ডে-কেয়ার অফিসার বরাবর আবেদন করতে হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করে কেন্দ্রের ডে-কেয়ার অফিসার শিশুর অভিভাবককে ১ (এক) মাসের নোটিশ দিয়ে শিশু ভর্তি বাতিল করার ক্ষমতা রাখবে। নিম্নবর্ণিত কারণে দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিশুর ভর্তি বাতিল করা হবে :

- শিশুর ৬ (ছয়) বছর পূর্ণ হলে দিবাযত্ন কেন্দ্র কর্তৃক সেই শিশুর ভর্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করা হবে ;
- গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত মাসিক সেবামূল্য পরিশোধে ১ (এক) মাস বিলম্ব হলে ;
- কেন্দ্রের অন্যান্য শিশুদের শারীরিক,আবেগীয় বা বুদ্ধিবৃত্তীয় সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ক্ষতিকর এমন আচরণ দেখা গেলে যেমন- গালি দেওয়া, অশালীন আচরণ, আঘাত করা ইত্যাদি ;
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা এবং কেন্দ্রের নীতিমালা অনুসারে মাতা-পিতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অসম্মতি বা অনিয়ম দেখা গেলে।

❑ শিশুকে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর প্রক্রিয়া

অভিভাবকগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের যে কোন একটি কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে শিশুকে স্থানান্তর করতে পারবেন (আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে একই বয়সগ্রুপে ভর্তি করানোর জন্য নিবন্ধন ফি এবং ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে না তবে নতুন গ্রুপে ভর্তি করানোর জন্য ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে। শিশুকে এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর করতে হলে ১৫-৩০ দিন পূর্বে উপযুক্ত কারণসহ পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২.৮ শিশু গ্রহণ ও প্রস্থানের নিয়মাবলী

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত প্রতিটি শিশুর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়:

- নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে কেন্দ্রে কোন শিশু গ্রহনের অনুমতি দেওয়া হয় না ;
- শিশুর পিতা-মাতা বা নিবন্ধিত অভিভাবক শিশুকে কেন্দ্রে নিয়ে আসার পর অবশ্যই শিক্ষিকা বা যত্নকারীর নিকট শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। শিশু গ্রহণ ও প্রস্থানের সময় প্রতিটি শিশুর অভিভাবককে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে ;
- শিশুর পিতা-মাতা বা নিবন্ধিত অভিভাবক ব্যতীত অন্য কারো কাছে শিশুকে হস্তান্তর করা হয় না ;
- জরুরি প্রয়োজনে নিবন্ধিত অভিভাবক ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি শিশুকে গ্রহণ করতে চায় সেক্ষেত্রে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক অবশ্যই সেই ব্যক্তির নাম কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে ফোন বা ম্যাসেজ দিয়ে পূর্বেই জানিয়ে দিবেন। এছাড়া শিশুকে গ্রহনের সময় সেই ব্যক্তির ছবিসহ জাতীয় পরিচয়পত্র অবশ্যই দায়িত্বরত কর্মীকে দেখাতে হবে।

১২.৯ অভিভাবক সভা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিশুদের বিকাশ ও শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করার জন্য নিয়মিত অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়। নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের উপর তিন (০৩) মাস পর পর অভিভাবক সভা করা হয়। উক্ত সভায় ডে-কেয়ার অফিসার, শিক্ষিকা, স্বাস্থ্য শিক্ষিকাসহ কেন্দ্রের সকল কর্মীরা উপস্থিত থাকে। সভায় শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের শিশু লালন পালন, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং শিশুর সাথে আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে কাউন্সেলিং করা হয়। পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সাথে আলোচনাক্রমে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়। অভিভাবক সভার আলোচ্যসূচি, অভিভাবকদের উপস্থিতির তালিকা এবং অভিভাবকদের পরামর্শ একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৩. অঙ্গীকারনামা

শিশু ভর্তির সময় "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা" এর বিষয়বস্তু পড়ে সম্মতি প্রকাশ করেছে এই মর্মে পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ২০টি পরিবারের মত পারস্পরিক সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে মানসম্মত যত্ন ও প্রারম্ভিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের প্রতিটি কেন্দ্র শিশু সেবা প্রদানে অনন্য। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত তথ্য পেতে www.cdcc.dwa.gov.bd - এ ভিজিট করুন।

১৪. সংযোজন বা পরিবর্তন :

এই তথ্য সহায়িকার কোন অনুচ্ছেদ বা নিয়মাবলী সংযোজন ও পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৫. শিশু স্থানান্তর ফরম

মাতার ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি	শিশুর ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি

তারিখ:

বিষয়: ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের এক কেন্দ্র হতে অন্য কেন্দ্রে শিশু স্থানান্তরের ছাড়পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শিশুর নাম ....
শিশুর জন্ম তারিখ ....জন্ম সনদ নম্বর ....
মাতার নাম... পিতার নাম...
বয়স গ্রুপ..কে
....কারণে
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ...হতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ...
স্থানান্তরের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি:

১। শিশু তালিকা ভুক্তির আবেদন ফরম।

২। শিশু ভর্তি ফরম।

৩। ভর্তুকি ফরম।

৪। অগ্রীম জামানত...........................টাকা।

অভিভাবকের নাম:
স্বাক্ষর:
তারিখ:

ডে-কেয়ার অফিসারের নাম:
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নাম:
স্বাক্ষর:
তারিখ:

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ- মূল্যবান, যত্নশীল, সুরক্ষিত

জুন, ২০২৩

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তথ্য সহায়িকা

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহ

- শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নির্দেশিকা
- শিশু নির্বাচন ও ভর্তি নির্দেশিকা
- শিশুর প্রাক-প্রারম্ভিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম
- শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নীতি
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের নকশা এবং কারিগরী নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নির্দেশিকা
- শিশুর মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নির্দেশিকা
- শিশুর শারীরিক বিকাশ ও শারীরিক বিকাশমূলক কার্যক্রমের নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকা
- শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়